قاتلوا الذين يلونكم من الكفار

পাকিস্তানে জিহাদের কারণ ও উদ্দেশ্য

উস্তাদ আহমেদ ফারুক

(তানজীম আল-কায়দা পাকিস্তানের দাওয়াহ্ বিভাগের প্রধান) -এর সাথে সাক্ষাৎকার

(দ্বিতীয় পর্ব)

পরিবেশনায় আস্-সাহাব মিডিয়া আর বাংলা অনুবাদনায়ঃ

مؤسسة القادسية Al-adisiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

আস্-সাহাব মিডিয়া- এর পরিবেশনায়

ওস্তাদ আহমেদ ফারুক (*আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাযত করুন*)

(*তানজীম আল-কায়দা পাকিস্তানের দাওয়াহ্ বিভাগের প্রধান*) -এর সাথে সাক্ষাৎকার।

দ্বিতীয় পর্ব

(সাক্ষাৎকারটি উর্দূ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে)

পাকিস্তানে জিহাদের কারণ ও উদ্দেশ্য

বাংলা অনুবাদনায়ঃ

আল-ক্বাদিসিয়াহ্ মিডিয়া

আস্-সাহাবঃ *বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদুলিল্লাহ্ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রসূলুল্লাহি ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আস্‌হাবীহি আজমা'য়িন।*

আস্-সাহাবঃ আজ আমরা আস-সাহাবের পক্ষ থেকে আরেকবার উস্তাদ আহমেদ ফারুকের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়েছি, ওস্তাদ আহমেদ ফারুক হচ্ছেন পাকিস্তানের তানজীম আল-কায়দার দাওয়াহ্ বিভাগের প্রধান। উস্তাদ আহমেদ ফারুকের সাথে আমরা প্রথম বার সারা দুনিয়াব্যাপী জারিকৃত জিহাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আর আজ আমরা পাকিস্তানের উপর জারিকৃত জিহাদের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ্।

আমরা উস্তাদ আহমেদ ফারুকের কাছে জানতে চাইবো যে, পাকিস্তানের দ্বীনদারী বহু জামা'আত যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়েও আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন, তাদের কাছ থেকেই একটি প্রশ্ন সচরাচর শোনা যায় যে, আমেরিকার সাথে জিহাদ করা না হয় বুঝে আসে কিন্তু পাকিস্তানের সরকার এবং এর সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ কেন করা হচ্ছে?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ *আল্‌হামদুলিল্লাহ্ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রসূলুল্লাহি ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আস্‌হাবীহি আজমা'য়িন।*

অতঃপর বিষয় হচ্ছে ...

দেখুন! যার কাছে আফগানিস্তানের জিহাদের কথা বুঝে আসে, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বুঝে আসে, তার নিকট অবশ্যই পাকিস্তানে জারিকৃত জিহাদও বুঝে আসা উচিত। এ কারণে যে, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান এই উভয় দেশের বাস্তবতা একই এবং এই দুই দেশের উপরে জারি করা জিহাদ আলাদা কোন জিহাদ নয়, বরং তা একই জিহাদ। জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধের অনুভূতি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করে আমাদের রক্তে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তার প্রতিফলনই হতে দেখা যাচ্ছে। তাই আমরা আমাদের ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় তাদেরই বানানো ছাচে গড়ে ওঠা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ভৌগলিক সীমানা -যা আল্লাহ্‌র দেয়া কোন সীমানা নয়, বরং কুফরের বানানো সীমানা- থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারছে না। তা না হলে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আকায়াদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ভৌগলিক অবস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন; কোন হিসেবেই এই দু'টি দেশ একে অপরের থেকে আলাদা বিষয় ছিল না। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাবো, কাবুলের মধ্যে রাজনৈতিক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত, তার বাস্তবায়ন দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছাত। আর তাই আমরা দেখতে পাই এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রসারের যে কাজ হয়েছিল, তাতে ঐ সকল সৎকর্মশীল মুসলিমগণের অবদান ছিল, যারা কাবুলের মধ্যে ইসলামের ভিত্তিকে মযবুত করেছিলেন এবং তা দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন আর এর মাধ্যমেই সেখানে ইসলাম আরো প্রসারতা পেয়েছিল। তাই এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে ইতিহাসকে অস্বীকার করার নামান্তর, একে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে ঐ সকল ঈমানের বন্ধনকে অস্বীকার করার নামান্তর, যা আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। এটি এমন নয় যে, এই বিষয়টি শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আমরা এখানে এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলাম; বরং শত্রুরাও এই বিষয়টিকে আরো অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা আমাদেরকে এই ভৌগলিক সীমারেখার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে দিয়েছে, অথচ তারা নিজেদের মধ্য থেকে এই বন্ধনকে মুক্ত করে নিয়েছে। তাই আমরা দেখি যে, ওবামা তার যে নতুন যুদ্ধ পলিসি ঘোষণা করেছে, সেখানে তারা তার নামই দিয়েছে এফ-পাক ষ্ট্রেটিজি অর্থাৎ আফগানিস্তান ও পাকিস্তান যুদ্ধ কৌশল, এর শিরোনাম এবং বর্ণনা থেকেই বুঝা যায় যে, তারা এই

অঞ্চলকে একই দৃষ্টিতে দেখে থাকে আর তাই যেদিন থেকে আফগানিস্তানে তারা হামলা চালিয়েছিল, সেদিন থেকেই যতটুকু গুরুত্ব তারা আফগানিস্তানের ব্যাপারে দিয়ে আসছিল, যাতে সেখানে তাদের শিকড় মজবুদ হয়, ঠিক একইভাবে, পাকিস্তানের ব্যাপারেও তারা সমপরিমাণ গুরুত্বই দিয়ে আসছিল। তাই প্রথমে আমাদের এ বিষয়টি পরিস্কার থাকা প্রয়োজন যে, এই দু'টি দেশই একটি অভিন্ন ভূখন্ড, যে ব্যাপারে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, এই দু'টি একই ভূখন্ডের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, যে কেউই জিহাদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তার অবশ্যই এ বিষয়টি জানা থাকার কথা যে, রুশদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঐ সকল কমিউনিষ্ট আফগান সেনাবাহিনী যারা তাদের সাথে শরীক হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল এবং তাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার ব্যাপারে ফাতাওয়া শুধু আফগানিস্তানেই নয়, বরং পুরো মুসলিম জাহানের উলামাগণ দিয়েছিলেন। আর তখন থেকে আজ পর্যন্ত আফগানিস্তানের মিলিশিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্বিতাল করা শুধু ওয়াজিবই নয়, বরং ফরযে 'আইনের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তাই যদি ঐ আফগান বাহিনী যাদের সমস্ত শক্তি সমর্থন মিলেও পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর তুলনায় এক-চতুর্থাংশের সমানও হবে না, যাদের সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্র-সস্ত্র এবং গোলা-বারুদ কখনোই পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর ধারে কাছেও পৌছাতে পারবে না, তাদের ঐ অপরাধের কারণে যদি তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করা ফারযে 'আইন হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে কি হুকুম হবে, যারা ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পতন ঘটাতে প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, সেখানকার মুজাহিদীন যারা তা কায়েমের চেষ্টা করেছিল তাদেরকে হত্যা এবং বন্দী করে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে এবং তাদের সর্বশক্তি দিয়ে শরীয়াহ্ কায়েমের কাজকে এখনও পর্যন্ত বাধা প্রদান করে আসছে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করার ফারযিয়াত কি আরো আগে হওয়া উচিত নয়? তাই এটা খুবই সাধারণ একটি বিষয়, কেউ যদি তার দৃষ্টি উম্মোচন করে তাকিয়ে দেখে, তাহলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়টি তার বুঝতে বেশি কষ্ট হবে না আশা করি।

আস্-সাহাবঃ অনেকেই বিভিন্ন পরিস্থিতি দেখে মনে করেন যে, পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে আফগানিস্তানের মধ্যে যে ইমারতে ইসলামিয়া কায়েমের প্রচেষ্টা চলছিল তা কিছুটা স্থবির হয়ে পড়েছে এবং মুজাহিদীনদের মনোযোগ এখন সেখান থেকে সরে গিয়েছে ও পাকিস্তানের বিষয় নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ দেখুন! এই ধারণা এ জন্যই মনে করা সঠিক হবে না, কারণ প্রথমতঃ এই দু'টি আলাদা কোন বিষয় নয়, বরং একই জিহাদ জারি রয়েছে। এর যে কোন একটি হাতকে মজবুত করা হলে অপর হাতও মজবুত হবে। আমরা আজ এখানে পাকিস্তানের ভিতরে যে জিহাদ করে যাচ্ছি, তা ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে কায়েমের উদ্দেশ্যেই করে যাচ্ছি আর এ কথাটি আরো জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, যদি আমরা বিগত দুই অথবা আড়াই বছরের দিকে তাকিয়ে দেখি অর্থাৎ, যখন থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ জারি করা হয়েছিল, তারপর থেকেই এই পুরো অঞ্চলের জিহাদের উদ্দেশ্য হাসিল হতে দেখা যাচ্ছে এবং ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পিছন থেকে তাকে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে। এ বিষয়টি আর কারো কাছে গোপন নেই যে, এই পুরো অঞ্চলটি আজ যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুদিন পূর্বেও তার এই অবস্থান ছিল না। আজ আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত যে যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এবং যেখানে খুন-খারাপী চলছে, তার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে পাকিস্তান। আমেরিকা যখন ১১ই সেপ্টেম্বরের আক্রমনের পরে এখানে হামলা করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তাদের এখান থেকে কোন না কোন আশ্রয় দানকারী মেজবানের প্রয়োজন ছিল, যারা তাদেরকে জায়গা দিবে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং তাদের সাথে মিলে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পতন ঘটাবে। এই কাজকে বাস্তবায়ন করার জন্য অন্য কোন প্রতিবেশী দেশ রাজি হয় নি আর যদি রাজি হত তারপরেও তারা ততটুকু সাহায্য-

সহযোগিতা করতে পারত না, যতটুকু আমেরিকা চেয়েছিল। পাকিস্তানই তাদের আকাশসীমা, স্থলসীমা, সেনা-বাহিনী এবং অস্ত্র-সস্ত্র সব কিছু দিয়ে এবং গোয়েন্দা বিভাগের ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়ার মাধ্যমে আমেরিকাকে সহযোগিতা করেছিল, যার দরুন বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ইমারাতে ইসলামিয়ার গোপন তথ্য, মুজাহিদীনদের গোপন তথ্য এর সব কিছুই তারা আমেরিকার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল, এটিই ছিল সেই পাকিস্তান যারা এ কাজগুলি পূর্ণ সততার সাথে আদায় করে গিয়েছিল। যদি এই পুরো যুদ্ধ থেকে পাকিস্তানের ভূমিকাকে সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে আমেরিকার পক্ষে এভাবে আফগানিস্তারে সাথে টক্কর নেয়া, সফলতার সাথে ইমারাতে ইসলামিয়ার পতন ঘটানো সম্ভব হত না, যদি পাকিস্তান তাদের সাহায্য সহযোগিতা না করত। ঘটনা এটুকুর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি যে, ইমারাতে ইসলামিয়াকে পতন ঘটানোর জন্য পাকিস্তানী সরকার সাহায্য সহযোগিতা করেছিল, বরং তারা ইমারাতে ইসলামিয়ার পতন ঘটানোর পরে, যখন সেখান থেকে মুজাহিদীনরা বের হয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণের জন্য চেষ্টা করছিল, তখন সেখান থেকে তাদের সেনা বাহিনীর দেয়া পরিসংখ্যান মোতাবিক আটশতর বেশি মুজাহিদীনদেরকে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল। এদের মধ্যে শুধু আরব মুজাহিদীনরাই ছিলেন না, বরং ঐ সকল বড় বড় আলেম ও মুজাহিদীনও ছিলেন যাদের দ্বারা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগাস্তিানে কায়েম ছিল। এর মধ্যে এমনও কিছু মুজাহিদীন ছিলেন যাদেরকে খুঁজে বের করে তারপরে তাকে শহীদ করা হয়েছিল, উদাহরণসরূপ, মোল্লা আখতার উসমানী-এর শাহাদাত। এছাড়াও যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন মোল্লা আব্দুল লতিফ হাকিমী, উস্তাদ ইয়াসির, মোল্লা মনসুর দাদুল্লা প্রভুখ ব্যক্তি যাদের গ্রেফতার পাকিস্তানী সরকারের হাতে হয়েছিল। উস্তাদ ইয়াসিরকে দ্বিতীয় বারের মত আবারও এই শাসকগোষ্ঠী গ্রেফতার করেছে। তাই এই পুরো যুদ্ধ সময়টুকু থেকে যদি পাকিস্তানের ছয় লক্ষ সেনা বাহিনীর ভূমিকাকে বাদ দেয়া হয় অথবা বের করে দেয়া হয়, তাহলে মুজাহিদীনদের তো খুবই সহজ এবং সুবিধার রাস্তা খুলে যেত। তাই প্রথম বারের মত পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর উপরে একটি বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে যারা এতদিন যাবৎ ইমরাতে ইসলামিয়াকে দূর্বল করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল, যখন মুজাহিদীনরা পাকিস্তানের ভিতরে যুদ্ধ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় দুই-আড়াই বছর পর এই প্রথম বারের মত আমরা এমন একটি অবস্থানের উপরে দাঁড়াতে পেরেছি যে, পাকিস্তানের সরকারের দুশ্চিন্তার এখন প্রথম কারণ হচ্ছে, যে কোন ভাবেই হোক করাচী, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদের মধ্যে তাদের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসগুলো, সেনাবাহিনীর ক্যাম্পগুলো এবং তাদের অন্যান্য সংস্থাগুলোর উপর হামলা চালানো না হোক। তাদের উপর এতো আঘাত তাদের নিজেদের ভূখন্ডের ভিতরেই পড়েছে যে, তাদের অন্তর থেকে এখন এ কথা ভুলেই বসেছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে কায়েমের কাজে তারা বাধা প্রদান করবে। আর আলহামদুলিল্লাহ্! এ বিষয়টি এখন সবারই জানা যে, বিগত দুই বছর যাবৎ আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া কায়েমের কাজ কত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই এ কথা বলা ঠিক নয় যে, এখানে জিহাদ চালানোর কারণে সেখানের জিহাদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে, বরং এখানে জিহাদের কারণে সেখানকার জিহাদের ভিত্তি আরো মজবুত থেকে মজবুততর হতে যাচ্ছে। এটি এমনই একটি কাজ যার মাধ্যমে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর বিষয়টি আরো নিকটে দেখা যাচ্ছে।

আস্-সাহাবঃ কিন্তু সংশয় থেকে যায় এজন্য যে, যদি মুজাহিদীনদের একটি বড় অংশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদের মধ্যে ব্যস্ত থাকে, তাহলে এটি কি আমেরিকার জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে না যে, তারা আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য আফগানিস্তানে অবস্থান করার সুযোগ পেয়ে যাবে?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ দেখুন! এ ভ্রান্ত ধারণাটি ঐ একই জায়গা থেকেই জন্ম নিয়েছে যে, এই দুই জায়গায় জারিকৃত জিহাদ দু'টি আলাদা বিষয়। অর্থাৎ, যদি এখানে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে সেখানকার গুরুত্ব কমে যাবে। আমি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছিলাম যে, এটি একই জিহাদের দু'টি ক্ষেত্র মাত্র। যদি পাকিস্তানের মুজাহিদীনরা শক্তিশালী হতে পারে, তাহলে তার মাধ্যমে আফগানিস্তানের জিহাদের

গতিশীলতা আরো বৃদ্ধি পাবে। আর যদি আফগানিস্তানের মুজাহিদীনরা শক্তিশালী হতে পারে, তাহলে তার মাধ্যমে পাকিস্তানের জিহাদের গতিশীলতাও আরো বৃদ্ধি পাবে। তবে এতে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমেরিকা চায় যে, তাদের এখানে অবস্থান করার সময় সীমা আরো দীর্ঘায়িত হোক। যদিও তারা এটি চায়, তারপরেও তারা আমাদের চেয়ে ভাল করেই জানে যে, পাকিস্তানের ভিতরে জিহাদ মজবুত হওয়া ও পাকিস্তানের উপর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ দূর্বল হওয়া অথবা পাকিস্তানের তাগুতী সরকার ব্যবস্থার দূর্বল হয়ে পরার মাধ্যমে তাদের পরবর্তী সময়কে দীর্ঘায়িত করার ব্যাপারে কোনই ভূমিকা রাখে না। বরং এর মাধ্যমে তো তাদের কর্তৃত্ব যা তারা এই পুরো অঞ্চল ভরে কায়েম করে রেখেছিল, তার মাঝে ঝাকুনি লাগা শুরু হয়ে দিয়েছে। কেন ঝাকুনি লাগা শুরু হয়েছে? এ জন্য যে, আমেরিকা এই অঞ্চলে যুদ্ধের যে নক্শা তৈরি করেছে তার মধ্যে তারা আফগানিস্তানকেই যুদ্ধের ময়দান হিসেবে নির্বাচন করেছে, যাতে সেখানে যুদ্ধ চালানো যায়। আর এই যুদ্ধে পাকিস্তানের যে ভূমিকা তারা দেখতে চায় তা হল, তারা এখান থেকে খাদ্য-সামগ্রী ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে, তাদের ঘাঁটি বানাবে, এখান থেকে তারা নজরদারী করবে, অর্থাৎ এই জায়গাকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখতে চায়। এখানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া এবং এখানকার সেনাবাহিনী যারা তাদেরকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে, তাদের দূর্বল হওয়া এবং যে গোয়েন্দা বাহিনী তাদেরকে আট বছর যাবৎ খেদমত করে যাচ্ছে তাদের অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া ইত্যাদির ফলে আমেরিকার শক্তি বৃদ্ধি পায় না, বরং এর ফলে আমেরিকার তৈরি করা এই অঞ্চলের যুদ্ধের নীল নক্শা বাতিল হতে দেখা যায়। এ বিষয়টি আমরা বিগত কয়েক দিন আগেও দেখলাম যে, ওবামা তার সমাপনী অনুষ্ঠানের ভাষণের মধ্যে এই এলাকার জন্য নতুন যুদ্ধ কৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, আফগানিস্তানের বিজয়ের রাস্তা পাকিস্তানের উপরেই নির্ভর করে। তাই তাদের জন্য যদি আফগানিস্তানের বিজয়ের রাস্তা পাকিস্তানের উপরে নির্ভর করে এবং যুদ্ধ কৌশল হিসেবে পাকিস্তানকে এই অঞ্চলের মধ্যে এত গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাহলে আমরা কিভাবে এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমেরিকাকে আরামে অবস্থান করতে দিব এবং তাদের নিযুক্ত শাসকদেরকে এত সহজে ছেড়ে দিব? এটি তো সম্পূর্ণ বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই এ বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানকে তারা পুরোপুরিভাবে নিরাপদ রাখতে চায় এবং এখানে তাদের বানানো শাসন ব্যাবস্থাকে মজবুত দেখতে চায়। এখানে যুদ্ধ চালানো হলে তাদের পুরো শাসন ব্যাবস্থার ভিত্তি নড়াচড়া করতে থাকে এবং তাদের যত সব পরিকল্পনা আছে তা ব্যর্থ হতে শুরু করে। আর আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে বিগত দুই-আড়াই বছর যাবৎ তালেবানদের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী মুজাহিদীন হোক অথবা আল-কায়দার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী মুজাহিদীনই হোক, তারা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন যার মাধ্যমে আমেরিকার স্বার্থে এক বড় ধরনের আঘাত লেগেছে। ঐ লক্ষ্যবস্তুর উপরে হামলা তা মেরিয়্যাট হোটেলের মধ্যেই হোক অথবা পেশওয়ার কিংবা খায়বারের মধ্যে পরিচালিত ন্যাটো বাহিনীর খাদ্য-সরঞ্জাম বহনকারী যানবাহনের উপর হোক অথবা হাল, কোয়েটা এবং বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে তাদের যে তেল বহনকারী যানবাহনগুলো যাচ্ছে তাদের উপরেই হোক এবং একইভাবে পেয়ার্ল কোন্টিনেন্টাল হোটেলের মধ্যে আমেরিকার ব্লাক ওয়াটারের উপরে পরিচালিত হামলাই হোক না কেন। এছাড়াও ইউ,এন -এর অফিসে তেহরীক-ই-তালেবান হামলা চালিয়েছিল। তাই এই পুরো কার্যক্রম চালানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে আমেরিকার ভিত্তি এখান থেকে দূর্বল হয়ে যায় এবং তাদের এখানে নিরাপদে অবস্থান করতে না দেয়া যায়।

আর একই সাথে এখানকার জিহাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থাকে এর মাধ্যমে দূর্বল করে দেয়া। কারণ, ফিকুল ওয়াকিয়া অনুযায়ী এই ধারণা রাখা যে, পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থাকে মজবুত করার মাধ্যমে আমেরিকার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চার করা হচ্ছে- তা সম্পূর্ণ ভুল একটি কাজ হবে। এর কারণ হচ্ছে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমানে এই পুরো অঞ্চলের মধ্যে, এমনকি যদি আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের ইতিহাসের দিকেও তাকিয়ে দেখি তাহলেও আমরা দেখতে পাবো, যে খিদমত এখানকার সেনাবাহিনী দিয়েছিল

তা সারা দুনিয়ার অন্য কোন জায়গা থেকে এত ঈমানদারীর (!) সাথে এবং এত বড় একটি বাহিনী দিয়ে কুফরী শক্তি আর কোথায়ও খুঁজে পাবে না। যেখানে তারা যুদ্ধের ময়দানে আসা ছাড়াই ছয় লাখেরও বেশি এমন এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী পেয়ে গিয়েছে যাদের নতুন অস্ত্র-সস্ত্র চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে, ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও আছে এবং যারা মুজাহিদীনদের খুব নিকটেও ছিল। এ কারণে তারা জানে যে মুজাহিদীনদের দূর্বলতা কোথায় ও তাদেরকে কিভাবে নির্মূল করা যাবে এবং যে সেনাবাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে তাদেরকে খিদতম করার আশায়- তাহলে আমেরিকার এ ধরনের সেনা বাহিনীকে দূর্বল হতে দেখে কি ফায়দা হবে? এ বিষয়টি আমাদের জানা থাকার কথা যে, যখন এই উপমহাদেশের বিভক্তি হচ্ছিল, তখন ব্রিটেনের নেতারা চাচ্ছিল যে, এখানে বিভক্তি হোক কিন্তু এখানকার সেনাবাহিনী চাচ্ছিল না যে এখানে বিভক্তি আসুক। বরং তারা চাচ্ছিল এখানকার নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেনের হাতেই থাকুক, তবে তাদের কাঠের পুতুল কাউকে বসিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা হোক। কারণ তারা ভাল করেই জানতো যে, এখানকার সেনাবাহিনী বৃটিশের পক্ষে এবং কুফরের শাসন ব্যবস্থাকে প্রসার করার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছিল তা অন্য কেউই এতটা বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে পারে নি। তারা ইতিপূর্বেও দেখেছিল উসমানী খিলাফতের পতন ঘটানোর জন্য তৎকালীন সময়েও এই অঞ্চল থেকে প্রায় ছয় লাখেরও বেশি সেনাবাহিনী গিয়ে উসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং এতে বৃটিশ বাহিনীকে বিজয়ী করতে সাহায্য করেছিল। ঠিক একইভাবে এখানকার সেনাবাহিনী কাবার উপরে গিয়ে আক্রমণ এবং গুলি বর্ষণ করেছিল। তাই তারা এই সমস্ত ইতিহাসগুলো জানতো এবং সব সময় এই অঞ্চলকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে, যাতে এখানে সেনাবাহিনীকে যখনই প্রয়োজন হয় তখনই তলব করা যায়। আমেরিকাও ঠিক একই বিষয় চাচ্ছে, এখানে তাদের এমন একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত থাকুক, যাদেরকে যখন যেখানে খুশি তলব করলে হাজির হয়ে যাবে। তাই আমরা যদি দেখি সোয়াত এবং জুনুবী ওয়াজিরিস্তানে যে ধরনের অপারেশন চালানো হয়েছে, আপনার কি মনে হয় এখানে যদি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পরিবর্তে আমেরিকার সেনাবাহিনী থাকতো, তাহলে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত? মসজিদ মাদ্রাসাগুলোকে এরা লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে সোয়াত থেকে বের হতে বাধ্য করেছে, বর্বরোচিত হত্যাকান্ড চালানোর ক্ষেত্রে এরা কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করেনি, সাধারণ জনবসতীর উপরে এরা বৃষ্টির মত বোমা বর্ষণ করেছে। তাই এই পুরো বিষয়গুলোকে যদি একটু পর্যালোচনা করে দেখেন, তাহলে আমেরিকা একটি সেনাবাহিনী থেকে এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারে? আমাদেরকে এই সেনাবাহিনীকে কোন আলাদা বাহিনী হিসেবে দেখা উচিত হবে না, আমরা পাকিস্তানের ভিতরে আমেরিকার সেনা বাহিনীর সাথেই ক্বিতাল চালিয়ে যাচ্ছি, পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে এখানে ছয় লাখের কিছু বেশি সেনাবাহিনী আছে যারা খাকী রঙ্গের পোশাক পরিধান করে আছে। এই খাকী রঙ্গের পোশাকধারী সেনা বাহিনীকে পাকিস্তানের সেনাবাহিবী অথবা আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী বলা ছেড়ে দেয়ার এখন সময় হয়ে গিয়েছে, আফসোস হয়, ঐ সকল দ্বীনদার লোকদের উপর যারা এই খাকী রঙ্গের পোশাকধারী সেনাবাহিনীকে যখন নিজেদের লোক বলে দাবী করে। এটি ঐ সেনাবাহিনী যার প্রধানরা আমাদের শ্রদ্ধেয় উলামাগণকে শহীদ করে যাচ্ছে, লাল মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে যারা আমাদের আলিমদের শহীদ করেছে এবং জামিয়া হাফসার মধ্যে ঢুকে মাদ্রাসার মাসুম বোন ও ছাত্রীদেরকে শহীদ করেছে, যে সেনাবাহিনী পুরো সীমান্তবর্তী এলাকায় (আফগান ও পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায়) এবং সোয়াতের এক একটি মসজিদ ও মাদ্রাসাকে বেছে বেছে বোমা হামলা চালিয়েছে, সেই সেনাবাহিনীকে যখন কোন দ্বীনদার লোক নিজেদের সেনাবাহিনী বলে দাবী করে, তখন তা দেখে সত্যিই আফসোস হয়। তাই আমাদেরকে এ কথা ভাল করে বুঝতে হবে যে, এটি আমেরিকার সেনাবাহিনী, যাদের সাথে আমাদের এখানে যুদ্ধ চলছে, তাই এরা যত দূর্বল হবে এবং এই দেশে এদের ভিত্তি যত নাজুক হবে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় ততই জিহাদ প্রসার লাভ করবে এবং ততটাই আল্লাহর দ্বীন সম্প্রসারিত হবে আর আমেরিকার এই এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ দিনের পর দিন নিঃশেষ হতে থাকবে।

এ বিষয়ে শেষ কথা হচ্ছে, আমেরিকার বিষয়ে বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, কারণ আমেরিকা এখান থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, তারা তো কিছু দিন আগে থেকেই তাদের সকল সরঞ্জামাদি গুটানো শুরু করে দিয়েছে আর অতি সাম্প্রতিককালে ওবামা যে সর্বশেষ যুদ্ধের কৌশল নামা বর্ণনা করেছে, তা কি যুদ্ধের কৌশল নামা ছিল, বরং তা তো ছিল এখান থেকে কত দ্রুত তাদের বাহিনীকে নিয়ে পালিয়ে যাবে তারই একটি ঘোষণাপত্র মাত্র। দেড় বছরের একটি সময়সীমা তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য ঠিক করে নিয়েছে যে, এর মধ্যেই তারা এখান থেকে পালিয়ে যাবে। তাই আমেরিকার জন্য কোন চিন্তা করবেন না, তাদেরকে রফা দফা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অনেক সিংহ আফগানিস্তানে এখনো মজুদ রয়েছেন। আর আমরাও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় এবং সাহায্যে উভয় দিকেই আমাদের সাথীদেরকে জিহাদের জন্য পাঠিয়ে থাকি এবং উভয় জায়গাই তাশকীল জারি রয়েছে। এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে সেখানে এক বিন্দু পরিমাণেও কোন কমতি আসে নি পাকিস্তানের ভিতরে জিহাদ জারি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত, বরং আরো শক্তি ও উৎসাহই পাওয়া গিয়েছে।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে মুজাহিদীনরা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলে আমেরিকার ভিতরে ঢুকে গিয়ে তাদেরকে মারতে পারে, আপনার কি মনে হয় আমেরিকা যখন নিজের পায়ে এখানে চলে এসেছে, তখন তারা তাদেরকে সম্ভর্ধনা জানানোর জন্য বসে থাকবে! অর্থাৎ তাঁরা যে কোন ধরনের কার্যক্রমই গ্রহণ করছে তা এমনভাবেই করার চেষ্টা করছে, যাতে আমেরিকার সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধিত হয় এবং কুফরের আজ যারা হর্তা-কর্তা আছে তাদের উপরও সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধিত হয়। আর এ জন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুজাহিদীনরা পাকিস্তানের উপর জিহাদ জারি রাখার পরও আমেরিকাকে নাস্তানাবুদ বানানোর কাজকে ছেড়ে দেয়নি। এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে, কিছু দিন পূর্বে হালি-তে খোস্তের মধ্যে সি,আই,এ-এর অফিসে যে ফিদায়ী হামলা পরিচালিত হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামতে বলতে হয় সি,আই,এ -এর ইতিহাসে এত বড় হামলার শিকার তারা ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। আর এ কথার স্বাক্ষী তো খোদ আমেরিকা নিজেই, আট বছরের ইতিহাসে সি,আই,এ -এর মধ্যে এত বড় ঝাঁকুনি লাগে নি। যার মধ্যে তাদের কয়েকটি প্রদেশের কর্মকর্তারা নিহত হয়েছে।

আস্-সাহাবঃ এখানে আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের জিহাদের মধ্যে কি এতটুকু পার্থক্য বলা যায় না যে, আফগানিস্তানের মধ্যে তো এক কাফের রাষ্ট্র হামলা করেছে এবং তাকে দখল করে নিয়েছে আর এজন্য সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলছে, অন্যদিকে এখানে তো একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহ করে নিজেদেরই রক্ত প্রবাহিত করা হচ্ছে, যার বৈধতা নিয়েও অনেকের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে থাকে?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ এখানে একটি বিষয় পরিস্কার থাকা প্রয়োজন, যে ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র মনে করে আর এখনো আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে, তার তো বিবেক-বুদ্ধির উপরে আফসোস করতে হয়। বাস্তবতা হচ্ছে, আফগানিস্তানের মধ্যে একটি ইসলামিক ইমারাত কায়েম ছিল, আর সেখানে এমন একটি জাতি এবং তাদের নেতা ছিল যারা কখনোই অন্যের সামনে মাথা নত করে নি। তাই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেখানে হামলা ও যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়েছিল, অন্য দিকে পাকিস্তানের বিষয়টি এর চেয়ে সম্পূর্ণই ভিন্ন ছিল, কারণ এখানে দখল করার জন্য তাদের কোন ধরনের যুদ্ধ করতে হয় নি, তারা এখানে এসেছে, বরং আসারও প্রয়োজন হয় নি, সেখানে বসেই ফোনের মাধ্যমে কথা বলেছে আর এখানকার সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন করার জন্য এই ফোনই যথেষ্ট হয়েছে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে আট বছরের মধ্যে তাদের উপস্থিতি ও অবস্থানকে বৃদ্ধি করে চলছে। এ খবরগুলো তো পাকিস্তানের সব জায়গায়ই ছড়িয়ে আছে যে, আমেরিকার দূতাবাসগুলো এখানে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়াও আমেরিকান বাহিনী এখানে পূর্বে যত মওজুদ ছিল তাকে বিভিন্ন কারণ ও প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে আরো বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং তাদের ভিত্তিকে আরো মজবুত করার চেষ্টা চলছে। তাদের সেনাবাহিনী যে আসছে তা এখানকার সরকারেরই সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমেই এখানে আসছে

এবং তাদের কমকর্তারাই বলছে যে, এয়ার পোর্টে তাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ বা তল্লাসীর সম্মুখীন হতে হয় না। বরং, তা বাড়তে বাড়তে এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, ব্লাক ওয়াটার নামের গোয়েন্দা বাহিনীর কথা আমরা এতদিন শুধু নামই শুনেছিলাম, এখন তাদের মতই অনেকগুলো গোয়েন্দা সংস্থাকে এখানে এনে ভরে ফেলা হয়েছে। হল ব্রুক অধিকাংশ সময় আমেরিকার চেয়ে এখানেই কাটিয়ে থাকে, যার মাধ্যমে এ কথা বোঝা যায় যে, তারা এই অঞ্চলকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যখনই এখানে কোন ধরনের রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়, মুসলিম লীগ ও পিপল্‌স পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় অথবা চীফ জাষ্টিস সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দেয় কিংবা যখনই সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কোন প্রকারের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তখনই হল ব্রুক এবং আমেরিকা ও বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রধানরা এসে হাজির হয়। তারা কেন এখানে সমাধান করার জন্য চলে আসে? এ জন্যই আসে যে, তারাই হচ্ছে এখানকার আসল শাসক। যখন হল ব্রুক ভারতের সফরে গিয়েছিল তখন সে বলেছিন যে, আমি কয়েকদিন পূর্বে সোয়াত থেকে সফর করে এসেছি। এ কথাও কারো অজানা নয় যে, সে এর পূর্বে অনেকগুলি সীমান্তবর্তী গোত্রীয় এলাকায় সফর করেছিল। সে কি উদ্দেশ্যে এ সব অঞ্চল সফর করছে। এর পূর্বে হিলারী ক্লিনটন বাদশাহী মসজিদ থেকে নিয়ে সারহাত এলাকার এমন কোন অঞ্চল বাদ রাখেনি যা সে সফর করেনি, তাই এই কথা তো এখন সবারই বুঝে এসে যাওয়ার কথা যে, পাকিস্তান হচ্ছে আমেরিকার ৫৩তম প্রদেশ, পাকিস্তান হচ্ছে আমেরিকার দখলকৃত একটি অঞ্চল, তাই এখন একে মুক্ত করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। আর এখানে যে জিহাদ হচ্ছে তা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়, তাহলে একে বিদ্রোহের নামে অভিহিত করা ঠিক হবে না, বরং এটি তো জিহাদেরই একটি অংশ। আমরা ঠিক যেভাবে আফগানিস্তানের মধ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে এবং আমেরিকার পক্ষাবলম্বনকারী -তা মিলিশিয়া বাহিনী হোক অথবা বিভিন্ন গোত্রীয় প্রধানরা হোক- যারা দাঁড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের মধ্যে রয়েছি, ঠিক একইভাবে, আমরা পাকিস্তানের মধ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে এবং আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধরত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের মধ্যে রয়েছি। সেটাও জিহাদ আর এটাও জিহাদ, সেটাও ফারদ্ 'আইন আর এটাও ফারদ্ 'আইন। এই দু'য়ের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য করা ঠিক হবে না।

এটা তো গেল এই আলোচনার একটি দিক যে, যেখানে 'বিদ্রোহ' বলে সমালোচনা করা হচ্ছে, তা এই নিয়্যতে করা যাতে এর সাথে অনেকগুলি শর্ত আরোপ করে দেয়া যায় এবং এর মাধ্যমে একটি অজুহাত ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায় যে, এখানে সেই শর্তগুলি পূরণ হচ্ছে না আর তা এমন একটি ভাব নিয়ে করা যেন আমরা এখন উসমানী অথবা আব্বাসী খিলাফতের যুগে অবস্থান করছি, যেখানে শরীয়াহ পুরোপুরিভাবে কায়েম রয়েছে আর তর্ক শুধু এ নিয়ে হচ্ছে যে শাসক ফাসেক, যালেম নাকি কাফের এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ হবে নাকি নাজায়েজ? কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা তো এখন সেই অবস্থানে নেই, বরং এটি তো হচ্ছে একটি দখলকৃত দেশ, যাকে এখন মুক্ত করতে হবে। তাই এখন এই সমালোচনা ছেড়ে দেয়া উচিত যে, এখানে কি বিদ্রোহ করা জায়েজ হবে নাকি তা নাজায়েজ?

এই আলোচনারই আরেকটি দিক হচ্ছে, আমরা এখন যা কিছুই করছি তা আত্মরক্ষামূলক জিহাদেরই একটি অংশ হিসেবে করছি, এখানে আক্রমণ আমরা চালাইনি বরং বিগত আট বছরে যা কিছুই ঘটেছে, আক্রমণ হয়েছে আমেরিকার তরফ হতে এবং আক্রমণ হয়েছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তরফ থেকে। আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া কায়েম ছিল, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আমেরিকার সাথে মিলে সেই ইমারতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করেছে। আমরা সেই ইমরাতে ইসলামিয়াকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ করে যাচ্ছি। আমেরিকা আফগানিস্তানের মধ্যে আক্রমণ চালিয়েছে আর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। তারা উভয়ে এর মধ্যে শরীক ছিল। তাই প্রথম আক্রমণ তাদের তরফ থেকে হয়েছে। আমেরিকা নির্দেশ করেছে ওমুক ব্যক্তিকে গ্রেফতার কর, পাকিস্তান তাকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে, তাই আক্রমণ তাদের দিক থেকে শুরু হয়েছে। মুজাহিদীনদের ঘর-বাড়িগুলিকে যদি ধ্বংস করা হয়ে থাকে -তা আরব মুজাহিদীন হোক অথবা অন্য কোন অঞ্চলের মুজাহিদীনই হোক না কেন- তাহলে তা পাকিস্তানী

সেনাবাহিনী এবং এর এজেন্সীর গুলির দ্বারাই করা হয়েছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে মুজাহিদীনরা যখন গোত্রীয় এলাকাগুলিতে একত্রিত হচ্ছিল, সেখানে সাত-আট বছর যাবৎ, এমনকি এখনো পর্যন্ত উপুর্যপুরিভাবে যে আক্রমণ চালানো হচ্ছে তা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীরই কুকর্ম এবং তাদের পক্ষ থেকে এসকল পদক্ষেপগুলি নেয়া হচ্ছে। তাই এখন মুজাহিদীনরা যখন লাহোর, করাচী, পিন্ডি অথবা পেশাওয়ার কিংবা অন্য যেখানে সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে অপারেশন চালাচ্ছে তা মূলতঃ তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যই তা করে যাচ্ছে। তারা সাত-আট বছর ধৈর্য্য ধারণের পর মাত্র কয়েকবার নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য হাত তুলেছে। আমরা যে শরীয়াহ্ পড়েছি এবং যে দ্বীন পেয়েছি, তাতে আত্মরক্ষা করার ব্যাপারে কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাইনি, বরং হাদীসে এর ফযীলতের কথা বর্ণনা করেছে। এ ব্যাপারে রসূল ﷺ এর বিভিন্ন বর্ণনায় অনেক হাদীস পায় যেখানে তিনি বলেছেন,

"من قتل دون ماله فهو شهيد."

"যে ব্যক্তি তার সম্পদ হিফাজত করতে গিয়ে মারা গেল, সে শহীদ।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

"من قتل دون دمه فهو شهيد."

"যে ব্যক্তি তার জীবন হিফাজত করতে গিয়ে মারা গেল, সে শহীদ।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

"من قتل دون عرضه فهو شهيد."

"যে ব্যক্তি তার ইজ্জত হিফাজত করতে গিয়ে মারা গেল, সে শহীদ।"

অন্য বর্ণনায় আরো এসেছে,

"من قتل دون أهله فهو شهيد."

"যে ব্যক্তি তার পরিবারকে হিফাজত করতে গিয়ে মারা গেল, সে শহীদ।"

তাই আমাদের এখানে যে জিহাদ চলছে তাতে আমরা এই সবগুলি কারণ দেখিয়ে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি। আমরা উম্মতের সম্পদকে এই চোর ও লুটেরাদের কাছ থেকে হিফাজত করার জন্য এই জিহাদ করছি, সেই হাজারো মুজাহিদীন যাদের ইজ্জত ও জানের উপরে এরা হাত দিয়েছে তাদের মুক্ত করার জন্য এই জিহাদ করছি এবং সেই ক্রমাগত হামলা যার কারণে হাজারো নয়, বরং লাখো মুসলিম তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছে, তাদের হিফাজত করার জন্য আমরা এই জিহাদ করছি। সেই বোনেরা যাদেরকে কারাগারের মধ্যে বন্দী করা হয়েছে অথবা ঐ বোনেরা যাদেরকে জামীয়া হাফসায় শহীদ করা হয়েছে এবং অনেকেই এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন, আমরা তাদের হিফাজতের জন্য এই জিহাদ করছি। তাই এটি তো সব দিক থেকেই আত্মরক্ষামূলক জিহাদ, এ জিহাদ করতে শরীয়াহ্ কোন দিক থেকেই বাধা দেয় না, বরং এই অবস্থায় এ কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ফিকাহ্-এর কিতাবগুলি খুলে দেখুন, যদি বিশুদ্ধ শারী'য়াহ শাসন ব্যবস্থাও কায়েম থাকে এবং ঐ শারী'য়াহ শাসন ব্যবস্থায় শাসক যদি জালেম হয় ও

মুসলিমদের জান ও মালের উপর অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করে, তখন তার উপরে জিহাদ করা জায়েজ হবে নাকি নাজায়েজ। আল্লামা ইব্ন আবেদীন رحمه الله, আল্লামা ইব্ন হামাম رحمه الله এবং অন্যান্য আলেমগণ তাদের কিতাবগুলিতে এ বিষয়ে কি লিখেছেন তা খুলে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

আস্-সাহাবঃ তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান জিহাদকে বিদ্রোহ বলা যাবে না?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ না, আমার বলার উদ্দেশ্য এটি ছিল না। বরং যারা বিদ্রোহের শর্তগুলি এই জিহাদের পিছনে লাগিয়ে একে অবৈধ বলার চেষ্টা করছে, যাতে তারা এর ফারযিয়াত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারে, তাদের উদ্দেশ্য করেই আমার এই কথাগুলি ছিল। যদি এক মূহুর্তের জন্য এই বিদ্রোহের ব্যাপারে সকল অভিযোগ একদিকে রাখা হয়, তাহলেও এই জিহাদের বৈধতা শারী'য়াহ-র বিভিন্ন দিক এবং দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব। যেমনঃ এই জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে আসল কাফিরদের বিরুদ্ধে, এটি একটি আত্মরক্ষামূলক জিহাদ, এটি কাফিরদের যারা সহযোগিতা করছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ, এর মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়কেও বিদ্রোহ বলা যায় না। যদি কেউ এসে একে বিদ্রোহ নামে অভিযুক্ত করে -যে শব্দটি ফুকাহাগণ ব্যবহার করে থাকেন- তারপরেও এখানে সবগুলি শর্তই পূরণ করে। এ ব্যাপারে তো আহলে ইল্মগণের ঐক্যমত রয়েছে যে, যদি মুসলিমদের এলাকাতে কাফির শাসক হয়ে যায়, শর'য়ীভাবে সেই শাসক বৈধ শাসক হয় না, তার অনুগত্য করা আমাদের উপর ওয়াজিব নয়, তাকে পদচ্যুতি করা এবং তার পরিবর্তে একজন মুসলিম শাসককে নিযুক্ত করা তখন ওয়াজিব হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি কোর'আনের আয়াত খুলে দেখুন, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء : 141)

"... কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।।" [সূরা আন-নিসাঃ ১৪১]

ইমাম ইব্ন কাসীর رحمه الله এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে لن يجعل দ্বারা لا تجعل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, কাফিরদেরকে মুসলমানদের উপর কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়ার সুযোগ দিও না। আর এজন্যই শারী'য়াহ এই বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম ইব্ন কাসীর رحمه الله লিখেছেন এবং অন্যান্য উলামাগণও লিখেছেন যে, শারী'য়াহ এই বিষয়টিকেও অনুমতি দেয় না যে, একজন মুসলিম মহিলাকে একজন কাফির পুরুষ বিয়ে করবে, কেননা বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুরুষ হওয়ার কারণে ঐ কাফির তার উপর কর্তৃত্ব ও এক ধরনের প্রাধান্য পেয়ে যাবে। তাই শারী'য়াহ যেখানে একজন মুসলিমের উপরে কোন কাফিরের প্রাধান্য পাওয়াকে অনুমতি দেয় নি, তাহলে সেই শারী'য়াহ কিভাবে মুসলিমদের বিশাল এলাকার উপর যেখানে লাখো নয় বরং কোটি কোটি মুসলিম বসবাস করছে, তাদের উপরে কাফির ও মুরতাদরা প্রাধান্য পেয়ে বসুক ও তাদের উপর শাসন কর্তৃত্ব করুক এবং তার এই কর্তৃত্বকে মেনে নিক, এটা অনুমোদন করবে! আমরা যে শারী'য়াহ্ পড়েছি সেই শারী'য়াহ্ তো এর অনুমতি দেয় না। ঠিক একইভাবে, হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, মক্কা বিজয়ের সময়ে রসূল ﷺ তখনও মক্কার ভিতরে প্রবেশ করেন নি, সেই সময়ে একজন সাহাবী হযরত আয়েস বিন 'আমর এবং আবু সুফিয়ান رضي الله عنهما -কে সেখানে নিয়ে আসছিলেন, আবু সুফিয়ান رضي الله عنه কুরাইশদের সর্দারের মধ্যে একজন ছিলেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি رضي الله عنه মুসলমান হননি। আর হযরত আয়েস বিন আমর رضي الله عنه তখন মুসলিম হয়েছিলেন এবং সাধারণ একজন সাহাবী ছিলেন। উভয়কে রসূল ﷺ এর সামনে হাজির করে رضي الله عنهما বলতে লাগলেন, এই হচ্ছেন আবু সুফিয়ান আর আয়েস বিন আমর رضي الله عنه। এখানে

গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার ব্যাপার আছে যে, রসূল ﷺ কিভাবে তাঁর সাহাবীগণদের তারবিয়াহ্ দিতেন এবং কিভাবে দ্বীনের মর্যাদা আর ইসলামকে উঁচু ও প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দিতেন। তিনি বললেন,

"هذا أبو سفيان و عائذ بن عمرو."

"তুমি এভাবে বল না বরং বল, এই হচ্ছেন আয়েস বিন আমর رضي الله عنه এবং আবু সুফিয়ান।"

প্রথমে মুসলমানের নাম নাও, অতঃপর কাফিরের নাম। অতঃপর তিনি বললেন, ইসলাম সবসময়ে উপরে থাকে এবং এর উপরে অন্য কিছু প্রাধান্য পায় না। তাই যে দ্বীনে কাফিরের নাম পর্যন্ত প্রথমে নিয়ে আসার ব্যাপার অনুমতি দেয় না, তাহলে সেই দ্বীন কিভাবে মেনে নিবে যে, কাফির মুসলিমদের উপরে শাসক হোক- যাতে সে যেভাবে খুশি মুসলিমদের বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে? এটা তো কোন ভাবেই মেনে নেয়া যেতে পারে না। আজ আমরা কোন ফাসিক শাসকের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করছি না, আমরা ক্বিতাল করছি মুরতাদ্ দ্বীন (দ্বীন ত্যাগী)-দের বিরুদ্ধে। এমন শাসক যারা অনেকগুলি দিক দিয়ে কুফরীতে প্রবেশ করেছে। একই সাথে যদি আমরা ফুকাহাগণের উক্তির দিকে দেখি, তাহলে এ বিষয়ে আল্লামা ইমাম নববী رحمه الله, কাজী আয়াদ رحمه الله-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন,

"و أجمع العلماء على أنّ الإمامة لا تنعقد لكافر."

"এ বিষয়ে উলামাগণের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে যে, ইমামাত কোন কাফিরের হাতে দেয়া যাবে না।"

অর্থাৎ, যদি জোরপূর্বক কোন কাফির মুসলিমদের উপর বিজয়ী হয়েও যায় অথবা মুসলমানদের উপর শাসক হয়েও যায়, তারপরেও শারী'য়াহ্-গতভাবে সে মুসলিমদের উপর ইমাম হতে পারবে না। আর শারীয়াহ্ তাকে শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিবে না, আর না সে আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য হবে। এরপরে তিনি আরো বলেছেন,

"و على أنّه لو طرأ عليه الكفر انعزل."

"এ বিষয়েও ঐক্যমত রয়েছে যে, যদি কোন মুসলিম শাসক হওয়ার পর কুফরী করার মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে শারীয়াহ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তার কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার আনুগত্য করা আর বৈধ হবে না।"

আর এ কারণে তিনি এরপরে বলেছেন যে,

"سقطت طاعته و وجب على المسلمين القيام عليه و خلعه و نصب إمام عادل."

"তার অনুগত্য করা বাতিল হয়ে যাবে এবং মুসলিমদের উপর ওয়াযিব হয়ে যাবে যে, তারা তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে এবং তাকে অপসারণ করে অন্য আরেকজন ন্যায়বান শাসক নিযুক্ত করবে।"

তাই এটি শর'য়ী ওয়াযিবাত যে, ইমাম প্রকাশ্য কুফরী করলে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের দাঁড়াতে হবে এবং ঠিক একইভাবে তাকে অপসারণ করাও ওয়াযিব। এই কথাটিই মোল্লা আলী ক্বারী رحمه الله মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে,

"و أجمعواعلى أن الإمامة لا تنعقد لكافر, و لو طرأ عليه الكفر انعزل و كذا لو ترك إقامة الصلوات و الدعاء إليها و كذا البدعة."

"এই বিষয়ে উলামাগণ একমত যে, ইমামাত কোন অবস্থাতেই কোন কাফিরের হাতে অর্পণ করা যাবে না আর কাফির কখনো মুসলিমদের উপর বৈধ শাসক হতে পারবে না। আর যদি কখনো মুসলিমদের উপর কুফর প্রাধান্য পেয়েও যায়, তাহলে সেই অবস্থায় তারা মাজুর হিসেবে গণ্য হবে। ঠিক একইভাবে, যদি ইমাম সলাত কায়েম করার যে ফারযিয়াত আছে তা ছেড়ে দেয় অথবা এ ব্যাপারে গাফেল হয়ে যায় এবং অপরকে সলাতের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় এবং বিদ্আতকে বিস্তার লাভের সুযোগ দেয়, তাহলে তার ইমামাত বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে অপসারণ করতে হবে।"

তাই এটি কোন বিতর্কিত বিষয় নয়, বরং এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, শাসক যদি কাফির হয় অথবা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াযিব হবে। হানাফী মাযহাবে এই বিষয়টিকে আরো গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ কারণেই ইমাম জাস্সাস رحمه الله আহ্কাম আল-কোর'আন -এ লিখেছেন,

"و كان مذهبه (أى مذهب أبي حنيفة) مشهوراً في قتال الظلمة و أئمة الجور و لذلك قال الأوزاعي رحمه الله: إحتملنا أبي حنيفة على كل شيء حتى جائنا بالسيف, أي قتال الظلمة و أئمة الجور, فلم نحتمله."

"ইমাম আবু হানিফা رحمه الله -এর মাযহাব যালেম ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ক্বিতাল ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে সুপরিচিত ছিল। এখানে কাফির শাসকের কথা বলা হয়নি, বরং যেসব শাসকের কথা বলা হয়েছে, যারা যুলম ও অত্যাচার করতো। আর এ কারণেই আউযাই رحمه الله বলেছেন, 'আমরা ইমাম আবু হানিফা رحمه الله -এর অনেক ফাতাওয়াই মেনে নিয়েছি, কিন্তু যখন তিনি এই ফাতোয়া দেন যে যালেম ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করতে হবে, তখন আমরা তাঁর এই ফাতোয়া মেনে নিতে পারি নি।"

সুতরাং ইমাম আবু হানিফা رحمه الله তো বরং এই ধরনের ক্বিতালের পক্ষে রায় দিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী আলিমগণের এবং ইতিহাসের কিতাবে খুঁজলে পাওয়া যাবে,

"حمله المال إليه و فتياه الناس سرّا في وجوب نصرته والقتال معه."

"তিনি বিদ্রোহীদের হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের পক্ষে ফাতোয়া দিতেন এবং তাদের সমর্থনে গোপনে মাল প্রেরণ করেছেন।"

অথচ তখন বিরোধ ছিল কার সাথে? বিরোধ ছিল এমন এক শাসকের সাথে যে শরীয়াহ্ দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করছিল এবং আদালতগুলিতে শরীয়াতের হুকুম অনুসারে বিচার-ফায়সালা করা হচ্ছিল, জিহাদ জারি ছিল, মুসলামদের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ছিল এবং কোথায়ও কুফর বিজয়ী অবস্থানে ছিল না। সামষ্টিকভাবে, দ্বীন কায়েম ছিল, মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলিতে দ্বীনের কাজ চলছিল, ইসলাম-ই ছিল তখন বিজয়ী বেশে। কিন্তু এতকিছু থাকার পরেও সেই খিলাফতে ইমাম শরীয়াতের কিছু হুকুমকে ছেড়ে দিয়ে ফিস্ক করেছিল আর তাই এমন পরিস্থিতিতেও ইমাম আবু হানিফা رحمه الله তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের জন্য সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। তাহলে সেখানে পারভেজ মুশাররফ, জারদারী, কিয়ানী (বাংলাদেশের জন্য হাসিনা, খালেদা, নিজামী) -এর মত নিকৃষ্ট লোকগুলি আমাদের উপরে শাসন করবে আর আমরা এ নিয়ে তর্ক করবো যে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াযিব হবে কিনা! তাহলে তা তো ইল্মের দিক থেকে একেবারেই ভিত্তিহীন কথা-বার্তা হবে, যারা এখনো পর্যন্ত এ বিষয়টি নিয়ে সংশয়ের মধ্যে ভুগছেন।

আস্-সাহাবঃ আপনি যে আলোচনাটি করলেন, তাতে এই প্রশ্নটি উঠে আসে যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে এবং এর সেনাবাহিনীকে কোন্ শর'য়ী দলিলের ভিত্তিতে মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) এবং কাফির বলা হবে?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ আপনি যদি কোন ব্যক্তি বিশেষের কথা বলেন, তাহলে এমন কিছু কথা, কাজ এবং বিশ্বাস রয়েছে যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর এটা কোন একটি বিশেষ শাসকের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে এবং তা এক শাসক থেকে অন্য শাসকের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। তবে এমন কিছু দ্বীন ত্যাগী বিষয় আছে যা রাজনৈতিক নেতা অথবা সেনাবাহিনীর মধ্যে একদম সাধারণভাবে পাওয়া যাচ্ছে, তা বর্তমানের শাসকগোষ্ঠীই হোক অথবা তাদের পূর্বসূরীদের মধ্য থেকেই হোক না কেন। সকলের মধ্যে এমন একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে, যার ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা হচ্ছে এই কাজ করার মাধ্যমে তারা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাচ্ছে আর তা হল- ইসলাম ও কুফরের সাথে বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে তার মধ্যে কুফরের পক্ষ নেয়া। এই বিষয়ে সকল আহলে ইল্‌মগণের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে যে, কুফর আর ইসলামের যুদ্ধের মধ্যে কুফরের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং তাদের পক্ষ নেয়া এমন একটি মারাত্মক নিকৃষ্ট কাজ যার পরে আর ঈমান অবশিষ্ট থাকতে পারে না, একজন মুসলিম দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়। এই বিষয়টির উপরে প্রমাণ দিতে গেলে কোর'আনে এর অসংখ্য আয়াত রয়েছে এবং আহলে ইল্‌মগণের এ বিষয়ের উপরে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি সূরা মুমতাহিনা পড়েন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন এই পুরো সূরাটিই এই বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে, সূরা আলে-ইমরানের অনেক আয়াত রয়েছে এবং একইভাবে সূরা মায়েদা-তেও বেশ কয়েকটি আয়াত রয়েছে, সূরা মুনাফিকুনের মধ্যেও এর আলোচনা পাবেন। তাই অনেক সূরার মধ্যেই আপনি এই বিষয়টির উপর আলোচনা পাবেন। কিন্তু এর মধ্যে দুই তিনটি আয়াত এমন আছে যার উপরে মুসলিমদের খুব মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করা প্রয়োজন এবং দেখা দরকার যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কি বুঝাতে চেয়েছেন? আর এই ধরনের কথা ও কাজ থেকে শুধু নিজেকেই বাঁচিয়ে রাখলেই চলবেনা, বরং এর ভয়াবহতার ব্যাপারে আমাদের সবাইকে জানাতে এবং সাবধান করতে হবে। এর মধ্যে একটি আয়াত হচ্ছে যা আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের মধ্যে বলেছেন,

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (آل عمران : 28)

"মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ২৮]

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম তাবারী رحمه الله লিখেছেন যে,

"يعني بذلك : فقد بريء من الله و بريء الله منه, بارتداده عن دينه و دخوله في الكفر."

"এই আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করলো অর্থাৎ মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করলো, সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে ছিন্ন করলো, আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। কেননা, সে এ ধরনের কাজ করার কারণে দ্বীন থেকে মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) হয়ে কুফরের মধ্যে দাখিল হয়ে গেল।"

একইভাবে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি অন্যান্য ফুকাহাগণের উক্তি দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তাঁরা এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন যে, এ ধরনের কাজ একজন ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয়। এ বিষয়ের উপরে দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

(المائدة: 51)

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদাঃ ৫১]

এই আয়াতের ব্যাপারে তাফসীরগুলি খুলে দেখুন যে, **'তারা তাদের মধ্যে'** এ কথাটির ব্যাখ্যায় আলিমগণ কি বলেছেন? প্রখ্যাত মুফাস্সিরীন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন,

"هو مشركٌ مثلهم."

'তারা তাদের মতই মুশরিক হবে'।

ইমাম জাস্সাস رحمه الله এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে,

"كافرٌ مثلهم."

"তারা তাদের মতই কাফির হবে।"

ইমাম আউজাই رحمه الله এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে,

"أي كافرٌ منافقٌ."

"সে কাফির ও মুনাফিক হবে।"

অন্যান্য মুফাসসিরীনগণের উক্তি যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন তাঁরাও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। আর এ রকম খুব কম জায়গাই আছে, যেখানে কোন কথা অথবা আমলের ব্যাপারে মুফাসসিরীনগণ এত গুরুত্বের সাথে এবং সুস্পষ্টভাবে কুফরের কথা উল্লেখ করেছেন।

এটি গেল দ্বিতীয় আয়াত, আর ঠিক একইভাবে, তৃতীয় আরেকটি আয়াত যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (محمد :25-26)

"নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ্ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন।" [সূরা মুহাম্মাদঃ ২৫-২৬]

এই আয়াতটির প্রত্যেকটি শব্দের দিকে খুবই গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন রয়েছে এবং এর তাফসীরগুলি পড়ে দেখা উচিত। যখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, **'তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়'** -এর দ্বারা কি 'মুরতাদ' হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে? যেকোন তাফসীরই খুলে দেখবেন, তাহলে আপনি এর সমর্থনে বক্তব্য পাবেন, যেমনটি আল্লামা আলুসি رحمه الله বলেছেন,

"أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر."

"তারা তাদের পূর্ববর্তী কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করল, যার মধ্যে তারা এতদিন ছিল।"

অন্যান্য মুফাসসিরীনগণ লিখেছেন,

"أي رجعوا كفّاراً."

"তারা মুখ ফিরিয়ে কুফ্ফারদের দিকে প্রত্যাবর্তন করল।"

কোন্ আমলটি করার কারণে সে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করল এবং কাফির হয়ে গেল, সে ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ

"এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ্ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন।" [সূরা মুহাম্মাদঃ ২৬]

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত, যার প্রতিটি শব্দে থেমে থেমে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। এই লোকগুলি কাফিরদেরকে আনুগত্য করেনি, বরং শুধু তাদের আনুগত্যের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, আর এতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কুফরীর কথা তুলে ধরেছেন। যে বিষয়ে ইমাম তাবারী رحمه الله বলেছেন,

"ردّتهم كانت بقيلهم."

"তাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ছিল কেবল তাদের মুখের কথা।"

তারা এখনো পর্যন্ত কাফিরদের কোন আদেশ মান্য করেনি, বরং তারা শুধু এতটুকু বলেছিল, **'আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব।'** তারা পাকিস্তানের সরকারের মত প্রতিটি বিষয়ের উপর আনুগত্য করার কথা বলেনি, বরং তারা বলেছিল আমরা কোন কোন ব্যাপারে তাদের কথা মান্য করব। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভবিষ্যতে তারা তাদেরকে আনুগত্য করবে, আর এতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে, এরা হচ্ছে ঐ সকল মানুষ, যারা দ্বীন ত্যাগ করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। সুতরাং এই আয়াত এবং এ রকম কয়েকটি আয়াতই এর জবাবের জন্য যথেষ্ট। এবং এ বিষয়ের উপরে রসূল ﷺ -এর বেশ কিছু হাদীস রয়েছে, যেমন তিনি বলেছেন,

"من كثر سواد قومٍ فهو منهم."

"যে ব্যক্তি কোন জাতির সাহায্য-সহযোগিতা করবে, সে তাদের মধ্যেই হবে।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

" حُشر معهم."

"তাকে তাদের সাথেই (হাশরের দিন) উঠানো হবে।"

তাই এই বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা করা সম্ভব, আলিমগণ এ বিষয়ের উপর অনেক কিছু লিখেছেন। এটি তো হচ্ছে প্রথম কারণ আর এই একটি কারণই পাকিস্তানী সরকার এবং তার সেনাবাহিনীকে কাফির ও মুরতাদ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। এরা ইসলাম ও

কুফরের এই যুদ্ধে কুফরের পক্ষ নিয়েছে, আর শুধু নামে মাত্র তাদের পক্ষ নেয়নি, বরং তারা সশস্ত্রভাবে যুদ্ধের ময়দানে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে- যেমনঃ জুনুবী ওয়াজিরিস্তানের মধ্যে তাদের সংরক্ষিত সকল বোমা মুজাহিদীন এবং সাধারণ মানুষের উপর বর্ষণ করে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলিকে নিশ্চিহ্ন করেছে, পাকিস্তানের সকল মানুষের চোখের সামনে দিয়ে পাকিস্তানের সরকার মসজিদ ও মাদ্রাসার উপর উপর্যুপুরীভাবে হামলা চালিয়েছে এবং এর ভিতরের ছাত্র-ছাত্রীদের শহীদ করে তাদের হাতগুলিকে রক্তাক্ত করেছে। এর পরে আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে।

আস্-সাহাবঃ এটা যেহেতু বর্তমান সময়ে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেখানে আমাদের দেশের শাসক এবং সেনাবাহিনীর মত মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবগুলি দেশেরই একই অবস্থা। ইতিহাসে কি এমন কোন দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে উলামাগণ এ ধরনের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়া প্রদান করেছিলেন? অথবা আমাদের এই অঞ্চলের উলামাগণ কি এ বিষয়ের উপরে কিছু লিখেছেন?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ হ্যাঁ, আরবের এবং একইভাবে এই অঞ্চলের অনেক উলামাগণই এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ আমাদের দেখতে হবে যে, কোন আলিমের সময় এ ধরনের পরিস্থিতি (একদিকে সেনাবাহিনী কুফরের পক্ষে কাজ করছে আর অন্য দিকে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করছে) হয়েছিল কিনা? আর যদি এ ধরনের পরিস্থিতি হয়ে থাকে, তাহলে তারা এ সকল সেনাবাহিনীর সাথে কি ধরনের আচরণ করেছিলেন এবং এদের ব্যাপারে তাঁদের রায় কি ছিল? যদি আমরা খুঁজে দেখি, তাহলে আমরা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাবো। এর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত আমরা ইমাম ইব্ন তাইমিয়া رحمه الله -এর সমসাময়িক সময়ে দেখতে পাই। তখন তাতারীরা ইসলাম কবুল করার পরেও নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যা করেছিল, তাদের জান ও মালকে গ্রহণ করা বৈধ মনে করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল চালিয়েছিল। এ ব্যাপারে ইমাম ইব্ন তাইমিয়া رحمه الله সুস্পষ্ট ও সবিস্তারিত ফাতাওয়া দিয়েছেন। যার একটি অংশ হচ্ছে,

"من جمّز إلى معسكر التتر و لحق به ارتد و حل دمه و ماله."

"যারা দৌড়ে দিয়ে তাতারদের বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছে, তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের জান ও মাল গ্রহণ করা বৈধ।"

এখানে তাতারদের সাথে অংশগ্রহণ করাকে তিনি কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এর পূর্বে উসমানী খিলাফতের উপরে ফান্স, ব্রিটেন এবং অন্যান্য কাফির দেশ মিলে আক্রমণ চালিয়েছিল। মুসলমানদের থেকে বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল, যাতে তারা খিলাফত পতনের জন্য এই সকল কাফির বাহিনীর সাথে অংশ গ্রহণ করে। এ সময়ে মিশরের সবচেয়ে বড় কাজী মুফতী আহমেদ শাকীর رحمه الله এ বিষয়ের উপরে তাঁর সেই বিখ্যাত ফাতাওয়াটি প্রদান করেন এবং তিনি বলেন যে,

"ফান্স, বিট্রেন এবং এ রকম অন্য যে কোন কাফির বাহিনীর মধ্যে যারাই অংশ গ্রহণ করবে তারা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে।"

তৎকালিন সময়ে এই উপমহাদেশেরও একই অবস্থা ছিল, এখানকার মুসলিমদের মধ্য থেকে শাহী হিন্দ নামের এক বিরাট বাহিনী কাফিরদের সহযোগিতা করতে এবং উসমানী খিলাফতের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। তখন শাইখুল হিন্দ رحمه الله যারা এই সকল কাফির বাহিনীর সাথে শরীক হয়েছিল তাদের ব্যাপারে ফাতাওয়া দিয়েছিলেন এবং মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানী

رحمه الله তাদের কুফরের বিষয়ে ফাতাওয়া দিয়েছিলেন, যারা এ ধরনের কাজ করে তিনি তাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, *"কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে কুফরের পক্ষ নেয়া হচ্ছে কুফরে আকবার, যা একজন মুসলিমকে দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয়।"*

তাঁর এই ফাতাওয়াটি কিতাব আকারে সংকলন করেন মাওলানা আব্দুল শাকুর তিরিমিযী رحمه الله যার মধ্যে 'মুসলিমদের হত্যা করা' নামক অধ্যায়ে তিনি একথা বলেছেন। এছাড়াও আমাদের সমসাময়িক সময়েও বেশ কিছু আলেমের কিতাবেও আমরা এ ধরনের বক্তব্য দেখতে পাই। যেমনঃ শাইখ সাঈদ বিন ওয়াহাব বিন কাহতানী رحمه الله, যিনি আরব বিশ্বে একজন বিখ্যাত আলিম এবং যার লেখা الولاء و البراء في الإسلام অর্থাৎ 'ইসলামে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা' সবার নিকট খুবই সুপরিচিত। ঠিক একইভাবে, এ বিষয়ের উপরে শাইখ হামুদ বিন উক্বলা আল সোয়াইবী رحمه الله -ও কিতাব লিখেছেন এবং শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম رحمه الله এর উপরে সবিস্তারিতভাবে কিতাব লিখেছেন। অনুরূপভাবে, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের পরে মাওলানা মুফতী নিজামুদ্দীন শামযাই رحمه الله অক্টোবর, ২০০১ সালে আমেরিকাকে যারা সাহায্য করছে তাদের কুফর এবং পাকিস্তানের সরকারের অবস্থানের ব্যাপারে তাঁর সেই বিখ্যাত ফাতাওয়াটি প্রদান করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেন। তিনি এই ফাতাওয়াটি করাচীর একটি জনসভায় প্রকাশ্য পড়ে শুনিয়েছিলেন।

কিছু দিন আগে, যখন সোয়াতের মধ্যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অপারেশন চালাচ্ছিল, তখন করাচীতে প্রবীণ শাইখুল হাদীস মাওলানা নূর-উল-হুদা এ বিষয়ের উপরে একটি জরুরী ফাতাওয়া প্রদান করেন। সেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কুফরের কথা যারা আমেরিকাকে সাহায্য-সহযোগিতা করছে এবং ঐ সকল মুজাহিদীনদের ব্যাপারে যারা হক্ব ও সঠিক পথের উপরে লড়ছে। এটি খুবই উত্তম একটি ফাতাওয়া ছিল, যেখানে তিনি তাঁর ফাতাওয়ার সমর্থনে কোর'আন, হাদীস এবং ফুকাহাগণের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন।

অনুরূপভাবে, যখন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রথম ওয়ানাতে অপারেশন শুরু করে, তখন লাল মসজিদ থেকে সেই বিখ্যাত ফাতাওয়াটি প্রদান করা হয়েছিল, যেখানে সারা দেশের প্রায় ৫০০জন উলামাগণ এই ফাতাওয়ার সমর্থনে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন। এর মধ্যে মাওলানা শের আলী শাহ্, মাওলানা ফাদ্‌ল মুহাম্মাদ, মাওলানা সাঈদ জালালপুরী رحمه الله, মাওলানা আব্দুল আযীয, মুফতী আব্দুল দাইয়ান এবং এছাড়াও আরো বেশ কিছু প্রখ্যাত আলিমগণ শরীক ছিলেন। এখানে এর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জায়গা নয়, তবে এ সকল ফাতাওয়াগুলি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা এমন বিষয় নয় যে, মুজাহিদীনরা নতুন করে নিজেদের পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছে, বরং এ ব্যাপারে সালাফগণ খুব গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন এবং একইভাবে, বর্তমান সময়ে অনেক হক্বপন্থী আলিমগণও এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন।

আস্-সাহাবঃ আপনি পাকিস্তানের শাসক ও এর সেনাবাহিনীর মুরতাদ ও কাফির হওয়ার শর'য়ী দলিল নিয়ে আলোচনা করছিলেন আর কুফর ও ইসলামের এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফরের পক্ষ নেয়াকে এর অন্যতম দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। এরপরে এ বিষয়ের উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। এখন কি আপনি আবার আলোচনার প্রথম দিকে আসতে পারেন অর্থাৎ তারা আর কি কি কারণে দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ আলোচনা হচ্ছিল এই বিষয়ের উপর যে, শাসক যদি প্রকাশ্য কুফরী করে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে তাকে আনুগত্য করা আর ওয়াজিব থাকে না, বরং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার পরিবর্তে একজন মুসলিম ইমামকে নিযুক্ত করা তখন ওয়াযিব হয়ে যায়। আর এর উপরেই আমাদের আলোচনা হচ্ছিল যে, শাসকরা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে, কুফর ও ইসলামের এই যুদ্ধে

তারা কুফরের পক্ষ নিয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ -এর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তিনি তাঁর সাহাবীগণকে অনুমতি দিয়েছেন ঐ সকল শাসকদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল পরিচালনা করার জন্য যারা " كفراً بواحاً " অর্থাৎ *'প্রকাশ্যভাবে কুফরী'* করে। এ বিষয়ের উপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে যা উবাদা বিন আস-সামিত رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত,

"دعانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعناه, فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا وأثرةٍ علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان."

"রসূল ﷺ আমাদেরকে বাইয়াতের জন্য আহ্বান করলেন, আর তাই আমরা তাঁর হাতে বাইয়াত করলাম, তিনি যে সকল বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহণ করিয়ে ছিলেন তা হল, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় হোক আমরা তাঁর কথা শুনবো এবং মান্য করবো, আমরা আনুগত্য করবো আমাদের সহজ সময়ে এবং কঠিন সময়ে; এমনকি যদি আমাদের উপরে অপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তারপরেও আমরা তাঁর কথা শুনবো ও মান্য করবো। আর যারা আমাদের উপরে দায়িত্বশীল রয়েছেন আমরা যেন নেতৃত্ব নিয়ে তাদের সাথে বিবাদ না করি। অতঃপর তিনি ﷺ বলেন, তবে যদি তোমরা তাদের মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাও, যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে (তখন আর তাদের আনুগত্য করা যাবে না)।"

আমরা দেখতে পাই যে, হাদীসেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, ইসলাম ও কুফরের এই যুদ্ধের মাঝে যারা কুফরের পক্ষ নিবে তারা কাফির হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে, তাদেরকে মুরতাদ ও কাফির মনে করার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ধরে নেই যে, তারা যদি কুফরের পক্ষ না নিত অথবা তওবাহ করে ফিরে আসতো, তারপরেও যেহেতু তারা পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার শারীয়াহ-কে কায়েম করছে না, আর এই কায়েম না করার বিষয়টি শুধু এক অথবা দুই দিন নয় কিংবা এক বছর অথবা দুই বছর নয় বরং দীর্ঘ ষাট বছর অতিক্রম হয়েছে, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন একটি দিনও আসেনি, যেদিন এই জমীনের বুকে আল্লাহ্র শারীয়াহ্ কে কায়েম এবং ইসলামী আইনকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছিল অথবা দ্বীন মোতাবেক বিচার-ফায়সালা করা হয়েছিল। তাই যখনই কোন শাসক এমন হয় যে, সে শারীয়াহ্ কায়েম করছে না আর শারীয়াহ্ কায়েম করা তো অনেক দূরের কথা, বরং তার চেয়ে আরো জঘন্য অপরাধ, অর্থাৎ মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আইন বাদ দিয়ে নিজেরা মনগড়া আইন তৈরি করছে ও তা মানুষকে মানতে বাধ্য করাচ্ছে, এ সকল বিষয় একত্রিত করলে আহলে ইল্মগণের ইজমা অনুসারে এ ধরনের ব্যক্তি দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়। তাই এখানে যতগুলি অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে -শরীয়াহ্ কায়েম না করা, মাবন রচিত আইন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং নিজেদের মনগড়া আইন তৈরি করে মানুষের উপরে তা চাপিয়ে দেয়া- তার মধ্যে যে কোন একটি কারণই তাদের দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল। আর এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ হচ্ছে নিজেদের মনগড়া আইন তৈরি করা, যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ (الشورى : 21)

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি।" [সূরা আশ-শুরাঃ ২১]

তারা শারীয়াহর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ইজতিহাদ করে কোন আইন তৈরি করছে না, বরং এমন আইন তৈরি করছে যা সরাসরিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার শারীয়াহ্র সাথে সাংঘর্ষিক। এ সকল লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু এতটুকুই বলেননি যে, তারা কুফর করছে। বরং

তারা যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে (আইন তৈরি করার ক্ষেত্রে) শরীক হওয়ার এবং তাঁর উলুহিয়্যাতে অংশ নেয়ার চেষ্টা করছে সে কথাই তিনি বলেছেন, এই লোকগুলি আল্লাহ্ তা'আলার শরীক হতে চাচ্ছে। তাই তাদের এই অপরাধ অত্যন্ত জঘন্য একটি অপরাধ। আর আমাদের পার্লামেন্ট ও শাসন ব্যবস্থায় এখন এ সব কিছুই চলছে।

এই অপরাধের আরেকটি দিক হল, তারা একদিকে তো আল্লাহ্র শরীয়াহ্ বাস্তবায়ন করাকে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে আর অন্যদিকে তারা মানুষকে জোড়পূর্বক মানব রচিত আইন মানতে বাধ্য করাচ্ছে। যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (النساء: 65)

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [সূরা আন-নিসাঃ ৬৫]

তিনি আরো বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الأحزاب : 36)

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়।" [সূরা আল-আহযাবঃ ৩৬]

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة : 44)

"... যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।" [সূরা আল-মায়িদাঃ ৪৪]

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة : 45)

" ... তারাই জালেম।" [সূরা আল-মায়িদাঃ ৪৫]

এবং

فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة : 47)

" ... তারাই পাপাচারী।" [সূরা আল-মায়িদাঃ ৪৭]

এ সকল আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা শারীয়াহ বাস্তবায়ন করাকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং এর পরিবর্তে মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছে আর এর চেয়েও আরো ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে, তারা শারীয়াহ-কে বাদ দিয়ে নিজেরাই মনগড়া আইন তৈরি করে মানুষের উপরে তা চাপিয়ে দিচ্ছে, এই সকল অপরাধগুলি একজন ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয়। এই আয়াতগুলির ব্যাপারে যদি আলিমগণের তাফসীর খুলে দেখেন, তাহলে এ বিষয়ের উপর পরিস্কার ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন এবং এ ব্যাপারে সালাফগণ ঠিক একই কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁরা এই আয়াতগুলির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছেন।

এই দু'টি হচ্ছে মূল কারণ যার উপরে ভিত্তি করে আমরা তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করি। আর যতদিন পর্যন্ত না এই দু'টি কারণ অর্থাৎ, ইসলাম ও মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে বিশ্ব কুফরের পক্ষ ছাড়বে এবং শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার শারীয়াহ্র অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল চলতে থাকবে।

এখানে আরেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর তা হল, সালফে-সালেহীনের ফুকাহাগণ যখন বিদ্রোহের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, তখন তাঁদের সামনে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল, যেখানে শরীয়াহ্ এবং খিলাফত ব্যবস্থা তার পূর্ণ গুণাবলী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুধু কিছু বিষয়ের মধ্যে ফিস্ক দেখা দিয়েছিল অথবা শাসক ব্যক্তিগতভাবে কুফরের মধ্যে লিপ্ত হয়েছিল। অন্যদিকে, বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি সালাফগণের সময়ে এ ধরনের পরিস্থিতি ছিল না। অর্থাৎ, এখানে এমন একটি কুফরী শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে কায়েম রয়েছে, যেখানে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, আলাদা আইন-কানুন এবং বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। আর ব্যক্তি বিশেষ কোন শাসকের আসা অথবা চলে যাওয়ায় তাদের এই শাসন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। তাই আজ যেখানে জারদারী বসে আছে, ঠিক একই জায়গায় রাফিক তারারও বসে ছিল তার দ্বীনদারী মুখোশ পড়ে, কিন্তু শাসন ব্যবস্থা ঠিক একইভাবে চলছিল, যেভাবে আজ চলছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের আসা অথবা চলে যাওয়ার ফলে তাদের এই কুফরী ব্যবস্থার বড় কোন ধরনের পরিবর্তন আসে নি। তাই আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু এই নয় যে কিয়ানীকে সরিয়ে একজন দ্বীনদার ব্যক্তিকে বসাতে হবে অথবা শাসন ব্যবস্থা থেকে জারদারীকে ক্ষমতাচ্যুতি করিয়ে তার পরিবর্তে কোন দ্বীনদারী জামা'আতের হাতে তা হস্তান্তর করতে হবে। বরং আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এখানে যে শাসন ব্যবস্থাটি (গণতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা পুরোপুরিভাবে তার প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন এবং বিচার-ব্যবস্থাসহ উৎখাত করতে হবে এবং এর স্থলে নতুন করে খিলাফত ব্যবস্থাকে কায়েম করতে হবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় এই ক্বিতাল চলতে থাকবে।

আস্-সাহাবঃ পাকিস্তানের মধ্যে এভাবে জিহাদের আগুন জ্বলতে থাকলে, পরবর্তীতে কি পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই হুমকির সম্মুখীন হয়ে যাবে না?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ দেখুন, এ বিষয়ে আমি আগেও বলেছি যে, শুরু তো আর আমরা করিনি বরং শুরু করেছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। আমরা তো অনেক বছর সবরের পরে এখন নিজেদের আত্মরক্ষার করার জন্য হাত তুলেছি এবং পাল্টা জবাব দিচ্ছি। মুজাহিদীনদের এই সবরের জন্য প্রশংসা করা উচিত যে, তারা সাত-আট বছর যাবৎ তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল এবং তাদের নেতাগণ তাদেরকে শুধু আফগানিস্তানের দিকেই ফিরিয়ে রেখেছিলেন, যদিও এখানকার শাসকগোষ্ঠী সব ধরনের জুলুম-অত্যাচার করে যাচ্ছিল। তাই এই প্রশ্নের একদিক থেকে জবাব হচ্ছে, এখানে যে জিহাদ শুরু হয়েছে তা এই কুফরী শাসন ব্যবস্থার বিগত ষাট বছরের জুলুম সহ্য করার পরে শুরু হয়েছে এবং আট-দশ বছর যাবৎ মুজাহিদীনদের উপর চালানো অকথ্য নির্যাতন সহ্য করার এতদিন পরে তারা তাদের বন্দুকের নলা এই শাসন ব্যবস্থার দিকে তাক করেছে।

দ্বিতীয় বিষয় আপনি বলেছেন যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে যেতে পারে, এটা কি সেই পাকিস্তান যার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলার কালেমাকে বুলন্দ করা হবে, শারীয়াহ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মুসলমানরা স্বাধীনভাবে চলতে পারবে এবং শরীয়াহর ছায়াতলে দুনিয়ার সকল মুসলমানদের জন্য একটি আবাসস্থল হবে? আসলে সেই পাকিস্থানের কথা ভুলে যান কারণ তা আরো কয়েক যুগ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে, আর আজ যে পাকিস্তানকে আমরা দেখছি এই পাকিস্তান মুজাহিদীনদেরকে শহীদ করছে, সোয়াত থেকে ৩৮ লাখ মুসলিমকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য করেছে, জুনুবী ওয়াজিরিস্তানের মধ্যে জেট বিমান দিয়ে বোমা বর্ষণ করছে, মাদ্রাসা ও মসজিদ গুলিকে তাদের হামলার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে এবং পুরো দুনিয়ার চোখের সামনে লাল মসজিদের উপরে

হামলা করেছে, জামীয়া হাফসার ছাত্রীদেরকে শহীদ করেছে ও তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে, যাদের অনেকেরই আজও পর্যন্ত কোন খবর পাওয়া যায় নি। এই পাকিস্তান মুফতী নিজামুদ্দিন শামজাই رحمه الله -এর মত হক্ব আলিমদের বেছে বেছে হত্যা করেছে এবং তাদেরকে হক্বের উপরে থাকার অপরাধে নির্যাতন চালিয়েছে, বরং আমরা তো সেই পাকিস্তানের কায়েম করার ও তাকে মুক্তি করার কথা বলছি, যেখানে সত্যিকার অর্থে শারীয়াহ্ কায়েম করা হবে, যেখানে মুসলমানরা দুনিয়ার যে কোন প্রান্তের, রঙ্গের এবং বর্ণের হোক না কেন তারা এখানে আসতে পারবে এবং আশ্রয় নিতে পারবে। যেই পাকিস্তান শারীয়াহর কেন্দ্রবিন্দু হবে এবং মুজাহিদীনদের মারকাজে পরিণত হবে, সেই পাকিস্তানকে কায়েম করার জন্যই এই জিহাদ চলছে। সুতরাং আমাদের চোখ খুলে দেখা প্রয়োজন, কেন আমরা বেখেয়ালি ও স্বপ্নের জগতে বসবাস করবো, কেন আমরা শুধু মিডিয়ার মাধ্যমে যে মিথ্যা জীবন সাজিয়ে দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে থেকেই সন্তুষ্ট থাকবো? একদা আলী رضي الله عنه বলেছেন,

"الناس نيام فإذا ماتوا إنتبهوا."

"মানুষ এখন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে, যখন তারা মারা যাবে তখন তারা জেগে উঠবে।"

আমরা যেন মৃত ব্যক্তির ন্যায় জীবন অতিবাহিত না করি, আমাদের সামনে এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরেও আমরা আমাদের চোখকে বন্ধ করে রাখছি, অথচ পাকিস্তানকে দখল করা হয়েছেঃ একে দখল করে রেখেছে আমেরিকার দস্যুরা, একইভাবে একে দখল করে রেখেছে মুরতাদ, বেদ্বীন ও নাস্তিক দলগুলি।

এখানে কাদিয়ানী, আগা খানের অনুসারীদের এবং এ রকম অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলগুলি, যারা দ্বীন থেকে বের হয়ে গিয়েছে তাদের সম্মান করা হয়ে থাকে। এখানে মিডিয়াতে এসে সব ধরনের ইসলামের দুশমনেরা ইসলামের ব্যাপারে তাদের ঘৃণাকে খুব সহজে প্রকাশ করতে পারে, এখানে নারীদের পর্দার সমালোচনা করা যেতে পারে, দাড়িকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয়ে থাকে, দ্বীন ও দ্বীনি মাদ্রাসাগুলিকে হয়রানি করা হয়ে থাকে, উলামাগণের ইজ্জতকে মাটির সাথে মিলিয়ে দেয়া হয় এবং উলামাগণকে জোড় পূর্বক বোরকা পরিয়ে টেলিভিশনের সামনে এনে অপমানিত করা হয়ে থাকে, তাই এই দেশে সব কিছুই সম্ভব। আর যদি সম্মান না থেকে থাকে, তো দ্বীন ইসলামের কোন সম্মান নেই, এর সঠিক অনুসারীদের কোন সম্মান নেই । তাই এই পরিস্থিতিতে থাকা এবং নিজেকে এই ধোকার মধ্যে নিমজ্জিত রাখা যে, আমরা পাকিস্তানী ইসলামি শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি, এটা হচ্ছে সেই দূর্গ যা আমাদের দ্বীন ও ঈমানের হিফাজত করছে, তাহলে তাকে নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই বলা হবে না, যার বাস্তবিক দুনিয়ার সাথে আসলেই কোন সম্পর্ক নেই। চোখ খোলার প্রয়োজন রয়েছে এবং বাস্তবিক কি ঘটছে তা দেখার দরকার আছে। এভাবেই যদি আপনি ঘুমের মধ্যে থাকেন, তাহলে যেভাবে ইরাক ও আফগানিস্তানে ঘরের দরজা পর্যন্ত আমেরিকা এসে পরেছে, ঠিক একইভাবে একদিন হয়তবা দেখবেন আপনার ঘরের দরজার সামনে তারা এসে উপস্থিত হয়েছে। যে এখনো পর্যন্ত জেগে উঠে নি, তার আগামীতেও জেগে উঠার কোন লক্ষণ নেই। এটা হচ্ছে প্রতারণাকারীদের একটি কৌশল। তাই এরা যখন এবং যেখানেই এসেছিল তখন তারা তাদের দমননীতি ও অবৈধতার কথা কখনো ঘোষণা না দিয়েই এসেছিল, যেভাবে কমিউনিষ্টরা এসেছিল। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক একটি ব্যবস্থাপনা যারা প্রবঞ্চণা ও ধোকার পরিভাষা ব্যবহার করে মানুষের সাথে তামাশা করছে। তারা যখন ইরাকের মধ্যে ঢুকলো তখন তারা সেখানকার মানুষদের বোঝানোর চেষ্টা করলো যে, আমরা তোমাদেরকে সাদ্দামের কবল থেকে রেহাই দিবো এবং তোমাদেরকে স্বাধীন করে দিবো। তারা যখন আফগানিস্তানের মধ্যে ঢুকলো তখন তারা বলল যে, আমরা তোমাদেরকে

গণতন্ত্র উপহার দিতে এবং তালিবানদের পতন ঘটাতে এসেছি। ঠিক একইভাবে, তারা পাকিস্তানের অলিতে গলিতে ঢুকবে এবং আপনাদের মনতুষ্ট হয় এমন কোন উপহারের কথা আপনাদেরকে বলবে। অনেক আফগানিস্তানী ও ইরাকি জনগণ ছিল -যারা আমরা যে পরিস্থিতিতে এখন আছি, ঠিক এই পরিস্থিতিতে তারা যখন ছিল- তখন তারা এই কথাগুলি বুঝতে পারে নি যে, তারা আগ্রাসনের শিকার হবে এবং তাদের ইজ্জত ও সম্মানকে লুণ্ঠিত করা হবে, এখন তাদের আর কোন কিছু বাকি নেই। আর পরবর্তীতে যখন আমেরিকান সেনাবাহিনী এসে তাদের রাস্তার অলি-গলিতে ঘোরা শুরু করে দিলো এবং তাদের পতাকা উড়ানো শুরু করলো এরপরেও তাদের মাথায় এ সকল বিষয়গুলি বুঝে আসে নি। আজও এমন অনেক তথাকথিত দ্বীনদারী লোক আছে, এমনকি যারা একসময় জিহাদের কথা বলতো আজ তারা আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের ভিতরে বসে আছে, আর তারা পার্লামেন্টের ভিতরে বসে আমেরিকার গোলাম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কতক মানুষ আছে যারা এখনো ইরাকের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অধীনে কাজ করে যাচ্ছে, অথচ এখনো পর্যন্ত আমেরিকা তাদের ঘাড়ের উপরে বসে আছে এবং তাদের অলি-গলিগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারপরেও আমেরিকার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বন্দুক উঠানোর সাহস তাদের হয়নি। তাই যাদের চোখ এখনো খোলে নি; তাদের পরবর্তীতেও খোলার আশা খুবই ক্ষীণ। ব্লাক ওয়াটার আসার পরেও যাদের জিহাদের বিষয় বুঝে আসে নাই এবং আমেরিকার সেনাবাহিনীর আসা, তাদের দূতাবাসগুলি বৃদ্ধি করা, অতপর এই মুরতাদের শরীয়াহ্ কে অস্বীকৃতি জানানো, তা নিয়ে হাসি-তামাসা করা এবং সত্য দ্বীনের অনুসারীদেরকে আক্রমণ করার পরে যখন বুঝে আসছে না, তাহলে তার আর কখন তা বুঝে আসবে?

তাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মু'মিনদের ঐ গুণাবলী চাওয়া উচিত যা রসূল ﷺ বলেছেন যে, একজন মু'মিন হচ্ছে নির্দোষ ও দানশীল। ঠিক অনুরূপভাবে তিনি ﷺ অন্যত্র বলেছেন,

"إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله."

"একজন ঈমানদারের অন্তজ্ঞান হতে সাবধান থাকো, কারণ সে আল্লাহর নূর থেকে দেখতে পায়।"

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের এই আলোকবর্তিকা চাওয়া উচিত, যাতে আমাদের চোখ থেকে দাজ্জালী এই পর্দা সরে যায়। যেন আমরা এই শাসন ব্যবস্থার কুফরকে চিনতে পারি এবং বুঝতে পারি যে, এর সাথে জিহাদ করা এবং এই পুরো শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটানোর জন্য আর কোন অজুহাত বাকি নেই। তাই এর অস্তিত্বকে এক মূহুর্তের জন্যেও সহ্য করা হচ্ছে নিজেদের দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ই বরবাদ করারই নামান্তর। সুতরাং দুনিয়া এবং আখিরাতের যদি কোন পথ বাকি থেকে থাকে এবং এর যমীনের বুকে যদি দ্বীন কায়েমের আশা বাকি থাকে, তাহলে তার একমাত্র পথ হচ্ছে এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্বিতাল করা।

আস্-সাহাবঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। এখানেই আমরা আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি টানছি, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় আমরা তৃতীয় পর্বে পাকিস্তানের মধ্যে জারি হওয়া জিহাদ এবং এ ব্যাপারে সংশয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করবো।

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থণা করি, যেন তিনি আমাদের সকল আমলের ক্ষেত্রে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং আমাদের চেষ্টাগুলিকে কবুল করে নেন। আমিন॥

অতঃপর আমাদের সর্বশেষ কথা হচ্ছে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সকল জাহানের রব।

বাংলা অনুবাদনায়ঃ

আল-ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া

মারকাজ সাদা আল- জিহাদ

গ্লোবাল ইসলামিক মিডিয়া ফ্রন্ট

পর্যবেক্ষন করছে মুজাহিদীন খবর এবং বিশ্বাসীদের অনুপ্রানিত করছে